ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
****

স-৫৯১

আগরতলা, ১৮ মে,২০১৮

প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে মুখ্যমন্ত্রী

প্রবল বর্ষণের ফলে ভূমি ধ্বসে বসত বাড়িতে মাটি চাপা পড়ে মোহনপুর মহকুমার হেজামারা ব্লকের কাম্বুকছড়া এ ডি সি ভিলেজের সুবল সিং বৈরাগীমুড়ার গোবিন্দপাড়ায় তিনজন প্রাণ হারিয়েছেন। আহত একজন বর্তমানে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। নিহত ও আহতরা সবাই একই পরিবারের। অপরদিকে ভূমি ধ্বসে বসত বাড়িতে মাটি চাপা পড়ে কাম্বুকছড়া এ ডি সি ভিলেজের বেলফাং পাড়ার এক ব্যক্তি প্রাণ হারিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ দুটি স্থানই পরিদর্শন করেন। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে তিনি সমবেদনা জানান। মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে প্রতি মৃত ব্যক্তি পিছু এক লক্ষ টাকা এবং এস ডি আর এফ থেকে আরও চার লক্ষ টাকা করে অর্থ সাহায্য দেবার ঘোষণা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের তরফে আহত শিশুটির চিকিৎসার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়াও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে নতুন বসতঘর তৈরি করার জন্য পরিবার পিছু ৯৫ হাজার টাকা করে প্রদানের দ্রুত ব্যবস্থা করতে মোহনপুর মহকুমা প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মোহনপুর মহকুমা শাসকের পক্ষ থেকে প্রতি মৃত ব্যক্তি পিছু পাঁচ হাজার টাকা করে এককালীন অর্থ সাহায্য প্রদান করা হয়েছে।

গোবিন্দপাড়ায় মাটি চাপা পড়ে নিহতরা হলেন সানিরাম দেববর্মা (৩৫), অমৃতবালা দেববর্মা (৩০) ও অভি দেববর্মা (৩)। এরা সবাই একই পরিবারের। এই পরিবারেরই অপর সদস্য দীপঙ্কর দেববর্মা (৮) আহত হয়ে বর্তমানে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বেলফাং-এও মাটি চাপা পড়ে প্রাণ হারান মলিন্দ্র দেববর্মা (৫০)।

দুটি স্থানেই ঘটনার খবর পেয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সেখানে ছুটে যান। তাঁর সঙ্গে ছিলেন প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের আধিকারিকরাও। মুখ্যমন্ত্রী প্রথমেই যান গোবিন্দপাড়ায়। সেখানে সানিরাম দেববর্মার বাড়িতেই ধ্বস পড়ে তিনি সহ তাঁর স্ত্রী অমৃতবালা ও শিশুপুত্র অভি প্রাণ হারান। মুখ্যমন্ত্রী নিহতদের পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জানান। এরপর তিনি বেলফাং-এ নিহত মলিন্দ্র দেববর্মার বাড়িতে যান ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জানান। দুটি স্থানেই ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে নিরাপদ স্থানে ঘর তৈরি করতে তিনি পরামর্শ দিয়েছেন।

পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিগত পঁচিশ বছরে জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় সঠিকভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনা রূপায়িত হয়নি। এনিয়ে আমি কাউকে দোষারোপ করব না। তবে জনজাতি অংশের মানুষের সার্বিক উন্নয়নে আমার সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা, পানীয় জল প্রভৃতি বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পরিকল্পনা রূপায়ণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, তাঁর পরিদর্শনের সময়েই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং তাঁকে ফোন করে রাজ্যের সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক দুর্যোগের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির খবরাখবর নেন। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে প্রয়োজনীয় সবধরণের সহায়তা করা হবে বলে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন। পরিদর্শনকালে বিধায়ক বৃষকেতু দেববর্মা, মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান সচিব কুমার অলোক, অতিরিক্ত সচিব ডা. মিলিন্দ রামটেকে, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক সন্দীপ এন মাহাত্মে, মহকুমা শাসক প্রসূন দে ও অন্যান্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

*****২-এর পাতায়**

এদিকে আজ ভোর থেকেই প্রবল বর্ষণের ফলে রাজধানী আগরতলা শহর জলপ্লাবিত হয়ে পড়ে। এর ফলে মানুষের দুর্ভোগ চরমে ওঠে। যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। জীবনযাত্রা স্তব্ধ হয়ে পড়ে। মুখ্যমন্ত্রী আজ সকালের বিমানে কোলকাতা থেকে আগরতলায় এসেই রাজধানীর জলপ্লাবিত বনমালীপুর এলাকা পরিদর্শন করেন। তিনি জলমগ্ন বাড়িগুলোও ঘুরে দেখেন। এসময় তিনি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত সুখময় সেনগুপ্তের বাড়িতেও যান এবং পরিবারের সদস্যদের খোঁজখবর নেন। জলমগ্ন বনমালীপুরবাসীর সঙ্গেও তিনি কথা বলেন। দুর্গত মানুষ এলাকায় অবৈজ্ঞানিকভাবে তৈরি কভার ড্রেইন, অপ্রতুল নিকাশী ব্যবস্থা এবং বর্জ্য নিষ্কাশনে গাফিলতির অভিযোগ জানান মুখ্যমন্ত্রীকে। এই বিষয়গুলির প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী এলাকাবাসীকে আশ্বাস দেন। তিনি বলেন, বনমালীপুর এলাকার জল নিষ্কাশনি ব্যবস্থাকে উন্নত ও আধুনিক করে তুলতে সাত কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বৃষ্টি থামলেই এর কাজ শুরু হবে। অতীতে বনমালীপুর এলাকার জন্য এভাবে টাকা বরাদ্দ করা হয়নি বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি জানান, বনমালীপুর সহ সমগ্র আগরতলাকে জলপ্লাবনের হাত থেকে বাঁচাতে পরিকল্পনা রূপায়ণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জলপ্লাবিত এলাকার মানুষজনদের কাছে দ্রুত খাবার ও পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছে দিতে প্রশাসনিক আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়াও জলমগ্ন এলাকায় দুর্গত মানুষদের সহায়তায় নৌকা নামাতেও বলেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক সন্দীপ এন মাহাত্মে, সদর মহকুমা শাসক ও অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকগণ।

*****